SPEECHES OF HONORABLE DIGNITARIES AS RECORDED ON 31/07/2026 AT THE DISTRICT LEVEL SEMINAR IN BARASAT UDYAN BHAVAN, DISTRICT HORTICULTURE OFFICE, NORTH 24 PARGANAS

বক্তা: শ্রী সাকির হোসেইন

পরিচয়: জেলা নোডাল খাদ্য নিরাপত্তা আধিকারিক, উত্তর ২৪ পরগনা

মঞ্চে উপস্থিত সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ, বিশিষ্ট আধিকারিকবৃন্দ, প্রিয় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ এবং উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও নমস্কার। আমি সাকির হোসেন, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ডিস্ট্রিক্ট নোডাল ফুড সেফটি অফিসার। সর্বপ্রথম, আমাকে এই জেলা-স্তরের সেমিনারে আমন্ত্রণ জানানো এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় "খাদ্য সুরক্ষা" নিয়ে কিছু কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দপ্তরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

বন্ধুগণ, আমরা প্রত্যেকেই প্রতিদিন নানান খাবার খাই। কিন্তু কখনও কি ভেবে দেখেছি, যে খাবার আমরা খাচ্ছি, সেটি সত্যিই নিরাপদ কিনা? এই প্রশ্নের উত্তর যেন সবসময় "হ্যাঁ" হয়। সেই লক্ষ্যেই কাজ করে ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অব ইন্ডিয়া, অর্থাৎ FSSAI।

FSSAI হল ভারতের সর্বোচ্চ আইনগত সংস্থা, যার মূল দায়িত্ব দেশের খাদ্যের নিরাপত্তা ও গুণমান নিশ্চিত করা। তবে তাদের কাজ শুধু আইন প্রয়োগ করা নয়। তাদের লক্ষ্য হলো এমন একটি খাদ্য সংস্কৃতি গড়ে তোলা, যেখানে প্রতিটি মানুষ নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত এবং পুষ্টিকর খাদ্য পাবে।

এই লক্ষ্য পূরণের জন্য ফুড সেফটি বিভাগ একদিকে যেমন আইন প্রয়োগ করে, অন্যদিকে তেমনি Food Business Operator (FBO) এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, পরামর্শ এবং বিভিন্ন ধরনের হ্যান্ডহোল্ডিং সাপোর্ট প্রদান করে, যাতে ব্যবসায়ীরা সহজেই নিয়ম মেনে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারেন। খাদ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে Food Business Operator-দের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেউ যদি ছোট একটি হোম-বেসড ফুড ইউনিট পরিচালনা করেন, মিষ্টির দোকান, রেস্তোরাঁ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট অথবা বড় কোনো খাদ্য উৎপাদনকারী সংস্থা পরিচালনা করেন, প্রত্যেকেরই জনস্বাস্থ্যের প্রতি সমান দায়িত্ব রয়েছে।

প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো উপযুক্ত FSSAI Registration বা Licence গ্রহণ করা। এটি শুধুমাত্র একটি আইনি বাধ্যবাধকতা নয়; এটি একটি অঙ্গীকার যে সেই প্রতিষ্ঠান নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখা। খাদ্য প্রস্তুতকরণ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ এবং পরিবেশনের প্রতিটি ধাপে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। খাদ্য প্রস্তুতকারীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রেই সামান্য অসাবধানতা খাদ্যবাহিত রোগের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, আবার সাধারণ কিছু স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললেই সেই ঝুঁকি সহজেই এড়ানো সম্ভব।

এরপর আসে নিরাপদ কাঁচামাল সংগ্রহের বিষয়টি। শুধুমাত্র নিবন্ধিত বা লাইসেন্সপ্রাপ্ত সরবরাহকারীর কাছ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে সেই কাঁচামালে ক্ষতিকর রাসায়নিক, কীটনাশক বা অন্য কোনো দূষক নেই। একই সঙ্গে খাদ্যের "ট্রেসেবিলিটি" বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি, যাতে

প্রয়োজনে দ্রুত উৎস শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যায়। খাদ্য সুরক্ষায় প্রশিক্ষণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই উদ্দেশ্যে FSSAI Food Safety Training and Certification (FoSTaC) কর্মসূচি চালু করেছে। প্রশিক্ষিত খাদ্য কর্মীরা খাদ্য সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারেন, দূষণের ঝুঁকি কমাতে পারেন এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সঠিক "খাদ্য লেবেলিং"। প্রতিটি প্যাকেটজাত খাদ্যে উপাদানের তালিকা, পুষ্টিগুণ, উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ, ব্যাচ নম্বর, প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যালার্জেন সংক্রান্ত তথ্য এবং FSSAI লাইসেন্স নম্বর স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। সঠিক লেবেলিং ভোক্তাদের সচেতন ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

এছাড়াও, FSSAI-এর বিধি অনুযায়ী প্রত্যেক খাদ্য ব্যবসায়ীকে প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও রেকর্ড যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। সঠিক ডকুমেন্টেশন একটি প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং নিয়ম মেনে চলার প্রমাণ বহন করে। বন্ধুগণ, খাদ্য সুরক্ষা শুধুমাত্র সরকারের দায়িত্ব নয়; এটি আমাদের সকলের যৌথ দায়িত্ব। সরকার, খাদ্য ব্যবসায়ী, কৃষক, উৎপাদক, বিক্রেতা এবং ভোক্তা, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই একটি নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। আমি আজ এখানে উপস্থিত সকল উদ্যোক্তা ও খাদ্য ব্যবসায়ীদের আশ্বস্ত করতে চাই যে ফুড সেফটি বিভাগ শুধু নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা নয়, আমরা আপনাদের সহযোগীও। নিয়ম মেনে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা সর্বদা পরামর্শ, প্রশিক্ষণ, সচেতনতা কর্মসূচি এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে প্রস্তুত। আমাদের লক্ষ্য শাস্তি দেওয়া নয়; বরং সবাইকে সঙ্গে নিয়ে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং Ease of Doing Business-কে আরও শক্তিশালী করা।

শেষ করার আগে আমি "খাদ্য ফোর্টিফিকেশন" সম্পর্কে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলতে চাই। খাদ্য ফোর্টিফিকেশন বলতে বোঝায়, খাদ্যের স্বাভাবিক গুণাগুণ অক্ষুণ্ণ রেখে তাতে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ বৈজ্ঞানিকভাবে নির্ধারিত মাত্রায় সংযোজন করা, যাতে মানুষের শরীরে পুষ্টির ঘাটতি পূরণ করা যায়। এটি কোনো ওষুধ নয়; বরং একটি বৈজ্ঞানিক ও জনস্বাস্থ্যভিত্তিক উদ্যোগ, যার লক্ষ্য সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন খাদ্যের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিশ্চিত করা। আমাদের দেশে এখনও অনেক মানুষ আয়রন, ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন-এ, ভিটামিন-ডি, ভিটামিন-বি১২ এবং আয়োডিনের ঘাটতিতে ভোগেন। এর ফলে রক্তাল্পতা, শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে বাধা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। খাদ্য ফোর্টিফিকেশন এই সমস্যাগুলি মোকাবিলার একটি কার্যকর ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত উপায়।

ভারতে FSSAI-এর নির্দেশিকা অনুযায়ী গমের আটা, চাল, ভোজ্য তেল, দুধ এবং ডাবল ফোর্টিফায়েড লবণসহ বিভিন্ন খাদ্যপণ্য ফোর্টিফাই করা যায়। নির্ধারিত মান বজায় রেখে উৎপাদন করলে সংশ্লিষ্ট পণ্যে ফোর্টিফাইড খাদ্যের 'F+' লোগো ব্যবহার করা যায়, যা ক্রেতাদের কাছে পণ্যের গুণমান ও পুষ্টিগুণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় বহন করে। আমি বিশেষভাবে আমাদের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ উদ্যোক্তাদের কাছে আবেদন জানাব, আপনারা যদি ফোর্টিফায়েড খাদ্য উৎপাদনের পরিকল্পনা করেন, তাহলে অবশ্যই FSSAI-এর নির্ধারিত মান ও নির্দেশিকা মেনে উৎপাদন করুন। সঠিক প্রযুক্তি, মানসম্মত কাঁচামাল এবং নিয়মিত গুণমান

নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন করুন। এতে যেমন ভোক্তাদের আস্থা বৃদ্ধি পাবে, তেমনি আপনাদের পণ্যের বাজারও আরও বিস্তৃত হবে।

একটি কথাই বলতে চাই, একটি FSSAI লাইসেন্স শুধু দোকানের দেয়ালে টাঙানো একটি সনদপত্র নয়; এটি ভোক্তার প্রতি আপনার দায়বদ্ধতা, গুণগত মানের প্রতি আপনার অঙ্গীকার এবং জনস্বাস্থ্যের প্রতি আপনার প্রতিশ্রুতির প্রতীক। আসুন, আমরা সকলে মিলে এমন একটি সমাজ গড়ে তুলি, যেখানে প্রতিটি খাদ্যপণ্য হবে নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত এবং মানসম্পন্ন। কারণ আজ আমরা যে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করব, সেটিই আগামী দিনের সুস্থ ও শক্তিশালী ভারতের ভিত্তি গড়ে তুলবে। আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

বক্তা: শ্রী শুভেন্দু কুমার বিশ্বাস

পরিচয়: জেনারেল ম্যানেজার, জেলা শিল্পকেন্দ্র, উত্তর ২৪ পরগনা

নমস্কার। মঞ্চে উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ, প্রিয় উদ্যোক্তা, কৃষক, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যবৃন্দ এবং উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমি শুভেন্দু কুমার বিশ্বাস, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা শিল্পকেন্দ্রের (District Industries Centre) জেনারেল ম্যানেজার। প্রথমেই এই গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার আয়োজনের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দপ্তরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আজকের আলোচনার মূল বিষয় হলো, কীভাবে আমাদের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, কৃষিজাত খাদ্য প্রস্তুতকারক এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীরা ডিজিটাল প্রযুক্তি ও সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে নিজেদের ব্যবসাকে আরও বড় পরিসরে নিয়ে যেতে পারেন।

বন্ধুগণ, আজকের দিনে একটি ভালো পণ্য তৈরি করাই যথেষ্ট নয়। সেই পণ্যকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেওয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ। আর এই লক্ষ্য পূরণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে "ONDC" (Open Network for Digital Commerce)। আমরা অনেকেই বিভিন্ন ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের নাম জানি। কিন্তু সেগুলি সাধারণত নিজস্ব একটি নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ONDC-এর বিশেষত্ব হলো এটি একটি ওপেন নেটওয়ার্ক, যেখানে বিভিন্ন Buyer App এবং Seller App একই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। ঠিক যেমন "UPI" বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও পেমেন্ট অ্যাপকে একসঙ্গে যুক্ত করেছে, তেমনি ONDC ডিজিটাল বাণিজ্যকে আরও উন্মুক্ত ও সবার জন্য সহজলভ্য করে তুলছে।

এর সবচেয়ে বড় সুবিধা কী? একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, একজন আচার প্রস্তুতকারক, মুড়ি, মশলা, মধু, বেকারি, জ্যাম-জেলি বা অন্য কোনো খাদ্যপণ্য প্রস্তুতকারক, তাঁদের আর শুধুমাত্র স্থানীয় বাজারের উপর নির্ভর করতে হবে না। ONDC-এর মাধ্যমে তাঁদের পণ্য সারা ভারতের ক্রেতাদের কাছে পৌঁছতে পারে। এর ফলে,

- বাজারের পরিধি অনেক বৃদ্ধি পায়।
- ডিজিটাল ব্যবসার খরচ তুলনামূলকভাবে কম হয়।
- বড় বড় ব্র্যান্ডের পাশাপাশি ছোট ব্যবসায়ীরাও নিজেদের পণ্যের পরিচিতি গড়ে তুলতে পারেন।
- এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, উদ্যোক্তা নিজেই তাঁর পছন্দমতো Seller App, Logistics Partner এবং Payment Provider নির্বাচন করতে পারেন। অর্থাৎ তিনি কোনো একটি নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মের উপর নির্ভরশীল থাকেন না।

আমি উপস্থিত সকল উদ্যোক্তাকে অনুরোধ করব, আপনারা ONDC সম্পর্কে জানুন এবং ধীরে ধীরে এই ডিজিটাল নেটওয়ার্কের সঙ্গে নিজেদের ব্যবসাকে যুক্ত করুন। ভবিষ্যতের ব্যবসা অনেকটাই ডিজিটাল হবে, আর সেই ভবিষ্যতের জন্য আজ থেকেই প্রস্তুত হওয়া জরুরি।

এবার আমি আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বলতে চাই, সেটি হলো "উদ্যম (Udyam) Registration", যাকে অনেকেই এখনও "উদ্যম আধার" নামে চেনেন। যে কোনো ক্ষুদ্র, ছোট বা মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য Udyam Registration হলো সরকারি স্বীকৃতির প্রথম ধাপ। এটি MSME মন্ত্রকের অনলাইন নিবন্ধন ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান একটি Udyam Registration Number (URN) এবং একটি ই-সার্টিফিকেট পায়।

অনেকেই ভাবেন, "আমি তো ছোট ব্যবসা করি, আমার আবার রেজিস্ট্রেশন কেন দরকার?" এর উত্তর খুবই সহজ।

Udyam Registration থাকলে:

- সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প ও ভর্তুকির সুবিধা পাওয়া সহজ হয়।
- ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।
- বিভিন্ন MSME সহায়তা প্রকল্পে আবেদন করা যায়।
- এবং ভবিষ্যতে ব্যবসা সম্প্রসারণের পথ অনেক সহজ হয়ে যায়।

আজ আমি উপস্থিত সকল উদ্যোক্তাকে অনুরোধ করব, যদি এখনও আপনার প্রতিষ্ঠানের Udyam Registration না হয়ে থাকে, তাহলে যত দ্রুত সম্ভব সেটি সম্পন্ন করুন। এটি সম্পূর্ণ অনলাইন প্রক্রিয়া এবং ভবিষ্যতে ব্যবসার উন্নতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। বন্ধুগণ, Udyam Registration-এর মাধ্যমে আপনারা শুধু একটি সার্টিফিকেট পান না; বরং বিভিন্ন সরকারি সহায়তার দরজাও খুলে যায়।

যেমন, যদি আপনারা নতুন শিল্প স্থাপন করতে চান, তাহলে "PMEGP" প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি ভর্তুকি-সহ ঋণের সুযোগ রয়েছে। যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সহায়তা নিতে চান, তাহলে "বাংলার উদ্যম ক্রেডিট কার্ড" প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যবসা শুরু বা সম্প্রসারণের জন্য আর্থিক সহায়তা পাওয়া যেতে পারে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা (PMMY)-এর মাধ্যমে জামানত ছাড়াই ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য ঋণের সুযোগ রয়েছে। পরিশেষে আমি একটি কথাই বলতে চাই, একজন সফল উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য শুধু ভালো পণ্য তৈরি করলেই হবে না; সেই পণ্যকে সঠিক বাজারে পৌঁছে দিতে হবে, ব্যবসাকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির আওতায় আনতে হবে এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধাগুলিকেও যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে।

ONDC আপনাদের বাজারের দরজা খুলে দিচ্ছে।

Udyam Registration আপনাদের সরকারি স্বীকৃতি ও বিভিন্ন সুবিধার পথ খুলে দিচ্ছে।

আর জেলা শিল্পকেন্দ্র (DIC) সবসময় আপনাদের পাশে রয়েছে, পরামর্শ, সহায়তা এবং সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য। আসুন, আমরা সকলে মিলে উত্তর ২৪ পরগনার আরও বেশি সংখ্যক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে ডিজিটাল, আত্মনির্ভর এবং সফল করে তুলি, ধন্যবাদ।

বক্তা: শ্রী তন্ময় ভট্টাচার্য্য

পরিচয়: জেলা কৃষিজ বিপণন আধিকারিক (প্রশাসনিক), উত্তর ২৪ পরগনা

প্রথমে আমি মঞ্চে উপবিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই, সবার অনুমতি নিয়ে দুই চারটে কথা বলতে চাইছি। আমার নাম তন্ময় ভট্টাচার্য্য, আমার পরিচয় কৃষিজ বিপণন আধিকারিক (প্রশাসনিক), উত্তর ২৪ পরগনা। এখানে উপস্থিত যাঁরা ফল সবজিজাত খাদ্যপণ্য সংক্রান্ত ব্যবসা করতে চাইছেন, তাঁদের উদ্দেশে বলছি আমাদের কৃষিজ বিপণন দপ্তরের অধীনে ফুড প্রসেসিংয়ের জন্য নিয়োজিত ট্রেনিং ও ক্যানিং সেকশন রয়েছে, সেখান থেকে আপনারা জ্যাম জেলি আচার তৈরির ২ সপ্তাহের প্রশিক্ষণ নিতে পারেন, এছাড়াও ব্লকের ২০ দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ গ্রহণ করতে পারেন। এখানে কেবল জ্যাম জেলি আঁচারেরই নয়, বড়ি ও পাঁপড় কিভাবে তৈরি করবেন, সেই সাথে আমি ও টমোটো কিভাবে সংরক্ষন করবেন তার ও ট্রেনিং দেওয়া হয়।

এই প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আপনাদের পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে, এবং নূন্যতম যোগ্যতা মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। প্রশিক্ষণ শেষে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে, তার সাথে যাতায়াত বাবদ ভাড়াও দেওয়া হবে. আপনারা এখানে উদ্‌বৃত্ত ফল ও সবজি দিয়ে কমিউনিটি ক্যানিং করতে পারেন নূন্যতম চার্জ দিয়ে। প্রশিক্ষণ শেষে যাঁরা উদ্যোগপতি হতে চান, তাঁদের স্বপ্ন পূরণে আমরা বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করতে পারি, যেমন ব্যাংক থেকে লোন পাওয়ার ক্ষেত্রে যে ডি.পি.আর লাগে সেটি তৈরিতে গাইডেন্স দেওয়া, জি-এম ডি.আই.সি-র অফিসের মাধ্যমে কিভাবে লোন ও সাবসিডি পেতে পারেন, সেই বিষয়েও আমরা সহযোগিতা করে থাকি। এই সকল ব্যাপারে বিশদে জানতে জেলা কৃষিজ বিপণন দপ্তরের অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম, ভালো থাকুন সবাই।

বক্তা: শ্রী কৃষ্ণেন্দু নন্দন

পরিচয়: উপ উদ্যানপালন অধিকর্তা, উত্তর ২৪ পরগনা

সম্মানিত মঞ্চাসীন অতিথিবৃন্দ, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ, কৃষি বিজ্ঞানী, কৃষি ও উদ্যানপালন বিভাগের সহকর্মীবৃন্দ, আমাদের প্রিয় কৃষকবন্ধুগণ, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যবৃন্দ এবং উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানাই। আজকের এই জেলা স্তরের কর্মশালায় আপনাদের উপস্থিতি আমাদের অত্যন্ত উৎসাহিত করেছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের পক্ষ থেকে আপনাদের প্রত্যেককে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই।

আমরা সকলেই জানি, বর্তমান সময়ে কৃষির সামনে একাধিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। একদিকে উৎপাদন খরচ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে মাটির উর্বরতা হ্রাস, পরিবেশ দূষণ এবং খাদ্যে রাসায়নিক অবশিষ্টাংশ নিয়ে সাধারণ মানুষের উদ্বেগও বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে এমন একটি কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা অত্যন্ত প্রয়োজন, যা একই সঙ্গে কৃষকের জন্য লাভজনক, পরিবেশবান্ধব এবং ভোক্তাদের জন্য নিরাপদ। এই প্রেক্ষাপটেই প্রাকৃতিক কৃষি (Natural Farming) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বর্তমান সময়ে এই বিষয়টি শুধু একটি কৃষি প্রযুক্তি নয়, বরং টেকসই কৃষি, নিরাপদ খাদ্য এবং পরিবেশ সংরক্ষণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই পদ্ধতিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের উপর নির্ভরতা কমিয়ে প্রকৃতির নিজস্ব প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে কৃষিকাজ পরিচালনা করা হয়। দেশি গরুর গোবর ও গোমূত্র, স্থানীয় জৈব উপাদান এবং উপকারী অণুজীবের

মাধ্যমে মাটির স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং দীর্ঘমেয়াদে টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলাই এর মূল লক্ষ্য। বিশেষ করে উদ্যানপালন ফসলের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিরাপদ ফল ও সবজির চাহিদা এখন দেশ-বিদেশে দ্রুত বাড়ছে। তাই গুণগত মানসম্পন্ন ও রাসায়নিক অবশিষ্টাংশমুক্ত উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধির নতুন সুযোগও তৈরি হচ্ছে।

আমার এই বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রাকৃতিক কৃষির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, এর বিভিন্ন উপাদান যেমন বীজামৃত, জীবামৃত, ঘনজীবামৃত, মালচিং, প্রাকৃতিক কীট ও রোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সম্পর্কে উপস্থিত কৃষকভাইদের হাতে-কলমে ধারণা পৌঁছে দেওয়া, যাতে তাঁরা নিজেদের কৃষিক্ষেত্রে এই প্রযুক্তিগুলি প্রয়োগ করতে উৎসাহিত হন। ভারতের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষের জীবিকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। সবুজ বিপ্লব আমাদের খাদ্য উৎপাদনে স্বনির্ভর করেছে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে রাসায়নিক সার, কীটনাশক এবং আগাছানাশকের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে মাটির উর্বরতা কমেছে, উপকারী অণুজীব ধ্বংস হয়েছে, উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে এবং পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব পড়েছে। তাই আজ কৃষিকে আরও টেকসই ও পরিবেশবান্ধব করার প্রয়োজনীয়তা আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি।

এই প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক কৃষি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক কৃষি এমন একটি পদ্ধতি যেখানে প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মকে অনুসরণ করে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ছাড়াই কৃষিকাজ করা হয়। দেশি গরুর গোবর ও গোমূত্র, স্থানীয় জৈব সম্পদ এবং উপকারী অণুজীবকে কাজে লাগিয়ে মাটির স্বাভাবিক শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করাই এর মূল উদ্দেশ্য। এর ফলে শুধু উৎপাদনই নয়, মাটির স্বাস্থ্য, পরিবেশ এবং মানুষের স্বাস্থ্যও সুরক্ষিত থাকে। প্রাকৃতিক কৃষির কয়েকটি মৌলিক নীতি রয়েছে। প্রথমত, মাটিকে জীবন্ত রাখতে হবে। মাটিতে যত বেশি উপকারী অণুজীব থাকবে, ফসল তত ভালো হবে। দ্বিতীয়ত, জমিকে সারা বছর যতটা সম্ভব ফসল বা মালচিংয়ের মাধ্যমে ঢেকে রাখতে হবে, যাতে আর্দ্রতা বজায় থাকে এবং মাটির ক্ষয় কমে। তৃতীয়ত, একাধিক ফসলের চাষ বা মিশ্র চাষের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি করতে হবে। চতুর্থত, পশুপালনকে কৃষির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে, কারণ দেশি গরুর গোবর ও গোমূত্র প্রাকৃতিক কৃষির অন্যতম ভিত্তি।

প্রাকৃতিক কৃষির চারটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হলো বীজামৃত, জীবামৃত, ঘনজীবামৃত এবং আচ্ছাদন বা মালচিং। বীজামৃত বীজ ও চারার প্রাথমিক সুরক্ষা নিশ্চিত করে। বপনের আগে বীজ বা চারাকে বীজামৃত দিয়ে শোধন করলে রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা কমে এবং অঙ্কুরোদ্গম ভালো হয়। জীবামৃত হলো গোবর, গোমূত্র, গুড়, বেসন এবং মাটি দিয়ে তৈরি এক ধরনের উপকারী অণুজীবসমৃদ্ধ তরল, যা নিয়মিত প্রয়োগ করলে মাটিতে জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং উদ্ভিদের পুষ্টি গ্রহণের ক্ষমতা বাড়ে। ঘনজীবামৃত একই উপাদানের কঠিন রূপ, যা জমিতে প্রয়োগ করলে দীর্ঘ সময় ধরে মাটির উর্বরতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। জমির উপর খড়, শুকনো পাতা বা জীবন্ত আচ্ছাদন ব্যবহার করলে মাটির আর্দ্রতা বজায় থাকে, আগাছা কম জন্মায়, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত থাকে এবং উপকারী অণুজীবের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়।

কীটপতঙ্গ ও রোগ দমনের ক্ষেত্রেও প্রাকৃতিক কৃষির নিজস্ব ব্যবস্থা রয়েছে। অগ্নাস্ত্র, নিমাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র এবং দশপর্ণী অর্কের মতো উদ্ভিজ্জ নির্যাস ব্যবহার করে রাসায়নিক কীটনাশকের বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। একই সঙ্গে সুস্থ বীজ নির্বাচন, রোগ প্রতিরোধী জাতের ব্যবহার, আন্তঃফসল চাষ, সঠিক সময়ে বপন এবং নিয়মিত জীবামৃত প্রয়োগের মাধ্যমে অনেক রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। আজকের বাজারে রাসায়নিক

অবশিষ্টাংশমুক্ত ফল ও সবজির চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। যদি আমরা নিরাপদ এবং উন্নত মানের উৎপাদন করতে পারি, তাহলে শুধু দেশের বাজার নয়, রপ্তানির ক্ষেত্রেও নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে। একই সঙ্গে কৃষকের উৎপাদন ব্যয় কমবে এবং দীর্ঘমেয়াদে আয় বৃদ্ধি পাবে।

প্রাকৃতিক কৃষিতে দেশি গরুর গুরুত্বও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গবেষণায় দেখা গেছে, দেশি গরুর গোবরের মধ্যে বিপুল পরিমাণ উপকারী অণুজীব থাকে, যা মাটির স্বাস্থ্য পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই কৃষি ও পশুপালনের সমন্বিত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে প্রাকৃতিক কৃষি আরও সফল হবে। বন্ধুগণ, প্রাকৃতিক কৃষি মানে একদিনে সমস্ত রাসায়নিক ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া নয়। এটি একটি ধাপে ধাপে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি। প্রথমে অল্প জমিতে শুরু করুন, ফলাফল পর্যবেক্ষণ করুন এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করে ধীরে ধীরে এর পরিসর বাড়ান। এতে ঝুঁকি কম হবে এবং আত্মবিশ্বাসও বৃদ্ধি পাবে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা উদ্যানপালন দপ্তর কৃষকদের প্রযুক্তিগত সহায়তা, প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের জন্য সর্বদা প্রস্তুত। আমাদের লক্ষ্য শুধু উৎপাদন বৃদ্ধি নয়; নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধি নিশ্চিত করা। আমি উপস্থিত সকল কৃষকবন্ধুর কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ করব, আজকের আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করুন, আপনাদের প্রশ্ন ও অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিন এবং কর্মশালার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করুন। আমাদের বিশ্বাস, সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ এবং আপনাদের আন্তরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে উত্তর ২৪ পরগনায় প্রাকৃতিক কৃষির প্রসার আরও বৃদ্ধি পাবে।

পরিশেষে আমি এইটুকুই বলতে চাই, আজকের কৃষি যদি প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এগিয়ে চলে, তবেই আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা একটি সুস্থ পরিবেশ, উর্বর মাটি এবং নিরাপদ খাদ্য রেখে যেতে পারব। প্রাকৃতিক কৃষি সেই ভবিষ্যতেরই একটি শক্তিশালী ভিত্তি। আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

বক্তা: শ্রী বরুন ভট্টাচার্য্য

পরিচয়: উপ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন), উত্তর ২৪ পরগনা

মঞ্চে উপস্থিত মাননীয় অতিথিবৃন্দ, বিভিন্ন দপ্তরের সম্মানিত আধিকারিকবৃন্দ, আমাদের প্রিয় কৃষকবন্ধুগণ, কৃষি ও উদ্যানপালনভিত্তিক উদ্যোক্তাবৃন্দ এবং উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমি বরুণ ভট্টাচার্য, উপ-কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন), উত্তর ২৪ পরগনা।

আমাদের দেশে কৃষি উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু শুধুমাত্র উৎপাদন বাড়ালেই কৃষকের আয় বাড়ে না। উৎপাদিত ফসল যদি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা না যায়, সময়মতো প্রক্রিয়াকরণ না হয়, অথবা উপযুক্ত বাজারে পৌঁছানো না যায়, তাহলে কৃষক তাঁর পরিশ্রমের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হন। তাই আজকের দিনে কৃষির পাশাপাশি কৃষি পরিকাঠামো গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ভারত সরকার চালু করেছে কৃষি পরিকাঠামো তহবিল বা Agriculture Infrastructure Fund (AIF)। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল কৃষি ও ফসলোত্তর ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলতে কৃষক, কৃষক সংগঠন এবং কৃষি উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। এই প্রকল্পের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল, দুই কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণের উপর বছরে ৩ শতাংশ সুদের ভর্তুকি প্রদান করা হয়। ফলে ঋণের আর্থিক চাপ অনেকটাই কমে যায় এবং একটি ভালো কৃষিভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা অনেক সহজ হয়ে ওঠে।

অনেকেরই ধারণা, এই প্রকল্প শুধুমাত্র বড় শিল্পপতিদের জন্য। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। ব্যক্তিগত কৃষি উদ্যোক্তার পাশাপাশি ফার্মার প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন (FPO), ফার্মার প্রোডিউসার কোম্পানি (FPC), সেলফ হেল্প গ্রুপ (SHG), ফার্মার্স ইন্টারেস্ট গ্রুপ (FIG), জয়েন্ট লাইবিলিটি গ্রুপ (JLG), সমবায় সমিতি, সকলেই এই প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

আপনারা যদি কৃষি বা উদ্যানপালনভিত্তিক ব্যবসা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করে থাকেন, তাহলে এই প্রকল্প আপনাদের জন্য অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে। যেমন, কোল্ড স্টোরেজ, কোল্ড চেইন, গুদামঘর, সর্টিং ও গ্রেডিং সেন্টার, প্যাকেজিং ইউনিট, কাস্টম হায়ারিং সেন্টার, ধানকল, ডাল মিল, তেল মিল, মসলা বা ফল-সবজি প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, মধু প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, জৈব উপকরণ প্রস্তুত কেন্দ্র, বায়োগ্যাস প্রকল্প, স্মার্ট ও প্রিসিশন এগ্রিকালচারের পরিকাঠামো, এই ধরনের বহু প্রকল্প কৃষি পরিকাঠামো তহবিলের আওতায় আনা যায়।

আমি বিশেষভাবে কৃষকবন্ধু ও তরুণ উদ্যোক্তাদের বলবো, আজকের দিনে শুধু কাঁচা কৃষিপণ্য বিক্রি না করে মূল্য সংযোজন (Value Addition)-এর দিকে এগিয়ে আসুন। একটি ছোট প্যাকেজিং ইউনিট, একটি গ্রেডিং সেন্টার, একটি প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র বা একটি কোল্ড স্টোরেজ ভবিষ্যতে আপনার ব্যবসাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এর মাধ্যমে শুধু নিজের আয়ই বাড়বে না, আশেপাশের বহু মানুষের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হবে।

আবেদনের জন্য প্রথমে একটি উপযুক্ত প্রকল্প প্রতিবেদন (Project Report) প্রস্তুত করতে হবে। এরপর প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ কৃষি পরিকাঠামো তহবিলের নির্দিষ্ট পোর্টাল agriinfra.dac.gov.in-এ আবেদন করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় আপনাদের পাশে রয়েছে কৃষি দপ্তর। ব্লক ও মহকুমা স্তরে সহ কৃষি অধিকর্তার কার্যালয় এবং জেলা স্তরে উপ-কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন)-এর কার্যালয়ে যোগাযোগ করলে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা পাওয়া যাবে। প্রকল্প নির্বাচন, প্রকল্প প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং আবেদন প্রক্রিয়া, প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা আপনাদের সহায়তার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন।

এই প্রকল্পের আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দপ্তরসহ অন্যান্য সরকারি প্রকল্পের ভর্তুকির সঙ্গে কৃষি পরিকাঠামো তহবিলের সুবিধাও সমন্বয় করা যায়।ফলে একই প্রকল্পে আরও বেশি আর্থিক সহায়তা পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। এছাড়া, নাবার্ডের সহযোগিতায় সমবায় সমিতিগুলির জন্যও বিশেষ আর্থিক সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

পরিশেষে আমি শুধু এটুকুই বলতে চাই, আজকের কৃষি শুধু উৎপাদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আধুনিক কৃষি মানে সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, মূল্য সংযোজন এবং উন্নত বাজার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হওয়া। কৃষি পরিকাঠামো তহবিল সেই পথেই আপনাদের একটি শক্তিশালী সহায়ক। আপনাদের সকলের কাছে আমার আন্তরিক আবেদন, আপনারা এই প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত জানুন, উপযুক্ত প্রকল্প নির্বাচন করুন এবং সরকারি এই গুরুত্বপূর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন। কৃষি দপ্তর সবসময় আপনাদের পাশে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। আসুন, আমরা সকলে মিলে আধুনিক, লাভজনক ও আত্মনির্ভর কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে উত্তর ২৪ পরগনার কৃষিকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলি। আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

বক্তা: শ্রী সৌরাভ পোদ্দার

পরিচয়: লিড ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার, উত্তর ২৪ পরগনা

মঞ্চে উপস্থিত সম্মানিত সভাপতি, বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ, ব্যাংকের সহকর্মীবৃন্দ, প্রিয় কৃষকবন্ধুগণ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের উদ্যোক্তাবৃন্দ এবং উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার লিড ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার হিসেবে আজ আপনাদের সঙ্গে PMFME (Prime Minister Formalisation of Micro Food Processing Enterprises) প্রকল্পে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করতে চাই।

প্রথমেই একটি বিষয় পরিষ্কার করে বলতে চাই, PMFME একটি Credit Linked Back-ended Subsidy Scheme। অর্থাৎ, প্রথমে ব্যাংক প্রকল্পের আর্থিক সম্ভাব্যতা ও আবেদনকারীর ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা বিবেচনা করে ঋণ অনুমোদন করে। পরবর্তীতে প্রকল্পের নির্ধারিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে সরকারি ভর্তুকি বা সাবসিডি প্রকল্পে সমন্বয় করা হয়। তাই শুধুমাত্র সাবসিডি পাওয়ার উদ্দেশ্যে নয়, একটি সফল ও টেকসই ব্যবসা গড়ে তোলার মানসিকতা নিয়ে এই প্রকল্পে এগিয়ে আসতে হবে। ব্যাংক যখন একটি ঋণের আবেদন বিবেচনা করে, তখন শুধু প্রকল্পের খরচ দেখে না; আবেদনকারী সেই প্রকল্প সফলভাবে পরিচালনা করতে পারবেন কি না, সেটিও সমান গুরুত্বের সঙ্গে মূল্যায়ন করে। তাই কয়েকটি বিষয়ে বিশেষভাবে নজর দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

প্রথমত, আপনার CIBIL বা ক্রেডিট হিস্ট্রি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতীতে যদি কোনো ব্যাংক ঋণ, ক্রেডিট কার্ড বা অন্যান্য আর্থিক দায়বদ্ধতার কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ না হয়ে থাকে, তাহলে তার প্রভাব আপনার ঋণ আবেদনের উপর পড়তে পারে। তাই নতুন ঋণের জন্য আবেদন করার আগে নিজের ঋণ সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করুন এবং সম্ভব হলে পূর্ববর্তী বকেয়া বা অনিয়মিত পরিশোধের সমস্যা সমাধান করুন। দ্বিতীয়ত, সময়মতো কিস্তি পরিশোধের অভ্যাস গড়ে তুলুন। ব্যাংক এমন উদ্যোক্তাকেই অগ্রাধিকার দেয়, যিনি আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখেন। একটি ভালো Repayment Track Record ভবিষ্যতে আরও বড় ঋণ গ্রহণের পথও সহজ করে দেয়।

তৃতীয়ত, প্রকল্প সম্পর্কে আপনার জ্ঞান ও প্রস্তুতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।আপনি যে খাদ্যপণ্য উৎপাদন করবেন, সেই পণ্যের কাঁচামাল কোথা থেকে আসবে, উৎপাদন প্রক্রিয়া কী, কী ধরনের যন্ত্রপাতি লাগবে, উৎপাদন খরচ কত, সম্ভাব্য বিক্রয়মূল্য কত, কোথায় বিক্রি করবেন এবং কীভাবে বাজার তৈরি করবেন, এই বিষয়গুলির সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত। ব্যাংক জানতে চায়, উদ্যোক্তা তাঁর ব্যবসা সম্পর্কে কতটা সচেতন এবং বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছেন।

চতুর্থত, একটি বাস্তবসম্মত ও মানসম্মত Project Report অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্প প্রতিবেদনে ব্যবসার উদ্দেশ্য, সম্ভাব্য ব্যয়, আয়ের হিসাব, নগদ প্রবাহ, বাজার বিশ্লেষণ এবং ঋণ পরিশোধের পরিকল্পনা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা উচিত। একটি ভালো Project Report ব্যাংকের কাছে আপনার প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বাড়িয়ে দেয়। পঞ্চমত, প্রয়োজন অনুসারে নিরাপত্তা বা Security-এর বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। ঋণের পরিমাণ, ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নীতি এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের প্রচলিত নির্দেশিকা অনুযায়ী কিছু ক্ষেত্রে

উপযুক্ত Security বা Collateral-এর প্রয়োজন হতে পারে। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখার সঙ্গে আগেই আলোচনা করলে পরবর্তী সময়ে কোনো বিভ্রান্তি থাকবে না।

এছাড়াও আবেদনকারীদের কয়েকটি সাধারণ বিষয়ের প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া উচিত। আপনার KYC নথি, আধার, প্যান, ঠিকানার প্রমাণ, ব্যবসার প্রয়োজনীয় নিবন্ধন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে FSSAI লাইসেন্স, UDYAM Registration, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র ঠিক রাখুন। অসম্পূর্ণ বা অসঙ্গতিপূর্ণ নথিপত্র অনেক সময় ঋণ অনুমোদনে বিলম্ব ঘটায়।

একটি বিষয় বিশেষভাবে মনে রাখবেন, ব্যাংক শুধু ঋণ দেয় না, একটি সম্ভাবনাময় ব্যবসায় বিনিয়োগ করে। তাই আবেদনকারী হিসেবে আপনাদেরও সেই আস্থা অর্জন করতে হবে। নিজের মূলধনের অংশ বিনিয়োগের মানসিকতা, ব্যবসার প্রতি আন্তরিকতা এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ব্যাংকের কাছে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দেয়।

আমি আরও একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। সরকার PMFME প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, ব্র্যান্ডিং, বিপণন এবং ব্যবসা সম্প্রসারণের দিকেও গুরুত্ব দিচ্ছে। তাই শুধু ঋণ গ্রহণ করাই লক্ষ্য নয়; একটি গুণগত মানসম্পন্ন ও প্রতিযোগিতামূলক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ উদ্যোগ গড়ে তোলাই হওয়া উচিত আমাদের মূল উদ্দেশ্য।

পরিশেষে, আমি সকল সম্ভাব্য উদ্যোক্তার কাছে আবেদন জানাব, ঋণের আবেদন করার আগে আপনার প্রকল্প সম্পর্কে ভালোভাবে প্রস্তুতি নিন, সঠিক নথিপত্র সংগ্রহ করুন, ব্যাংকের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করুন এবং আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখুন। মনে রাখবেন, একটি ভালো প্রকল্প, সৎ উদ্যোগ এবং নিয়মিত ঋণ পরিশোধের মানসিকতা—এই তিনটির সমন্বয়ই ব্যাংকের আস্থা অর্জনের সবচেয়ে বড় চাবিকাঠি। ব্যাংকিং ব্যবস্থা সবসময় যোগ্য ও আন্তরিক উদ্যোক্তাদের পাশে রয়েছে। আপনারা সফল হোন, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করুন এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে আরও শক্তিশালী করে তুলুন, এই শুভকামনা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

বক্তা: শ্রী অরিজিৎ দে

পরিচয়: সম্মানীয় প্রতিনিধি, বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

সম্মানিত সভাপতি, মঞ্চাসীন বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ, প্রিয় উদ্যোক্তাবৃন্দ এবং উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাই। আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি অত্যন্ত আনন্দিত। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প আজ শুধু কৃষিভিত্তিক একটি ব্যবসা নয়; এটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন এবং বাংলার ঐতিহ্যকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরার একটি শক্তিশালী মাধ্যম।

প্রধানমন্ত্রী মাইক্রো ফুড প্রসেসিং এন্টারপ্রাইজেস স্কিম বা PMFME-এর মাধ্যমে বহু ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা আধুনিক যন্ত্রপাতি, প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা এবং সরকারি স্বীকৃতি পেয়ে নিজেদের ব্যবসাকে একটি নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু আমরা মনে করি, শুধু ভালো পণ্য তৈরি করলেই হবে না; সেই পণ্যকে মানুষের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ। আজকের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে "যে পণ্য

বেশি পরিচিত, সেই পণ্যই বেশি বিক্রি হয়।" অর্থাৎ, উৎপাদনের পাশাপাশি ব্র্যান্ডিং এবং মার্কেটিং-এ সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

একটি নতুন ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা করতে সময় লাগে, পরিশ্রম লাগে এবং কিছু বিনিয়োগও করতে হয়। বিজ্ঞাপন, সুন্দর প্যাকেজিং, আকর্ষণীয় লোগো, সোশ্যাল মিডিয়ায় উপস্থিতি, স্থানীয় সংবাদপত্র, টেলিভিশন এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে প্রচার, এসবই একটি ব্র্যান্ডকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। আমরা জানি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পক্ষে এককভাবে এই ব্যয় বহন করা কঠিন। তাই আমাদের পরামর্শ, একই জেলার বা একই পণ্যের একাধিক উদ্যোক্তা যৌথভাবে ব্র্যান্ড প্রচারের উদ্যোগ নিন। ক্লাস্টারভিত্তিক প্রচার অনেক বেশি কার্যকর এবং ব্যয়সাশ্রয়ী হতে পারে।

আজকের দিনে বাজার আর শুধু নিজের শহর বা জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাও সারা দেশের ক্রেতার কাছে পৌঁছাতে পারেন। তাই আমরা সকল উদ্যোক্তাকে অনুরোধ করব, নিজেদের পণ্যকে ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, ONDC, বিভিন্ন B2B ট্রেড পোর্টাল, রপ্তানিকারক সংস্থা এবং বৃহৎ খুচরো বিপণন সংস্থা, যেমন Reliance Retail, Spencer's, More, Metro Cash & Carry এবং অন্যান্য আধুনিক রিটেল চেইনের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করুন। আজকের ব্যবসায় নেটওয়ার্কই সবচেয়ে বড় শক্তি। সঠিক সংযোগ তৈরি করতে পারলে একটি ছোট উদ্যোগও জাতীয় বাজারে নিজের জায়গা করে নিতে পারে।

এখানেই বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-র ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের অন্যতম লক্ষ্য হলো ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সঙ্গে বৃহৎ ক্রেতা, রপ্তানিকারক, বিনিয়োগকারী এবং বাজারের সংযোগ তৈরি করা। এই ধরনের "Buyer–Seller Meet", ব্যবসায়িক প্রদর্শনী, শিল্প সম্মেলন এবং নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নতুন ব্যবসার সুযোগ তৈরি হয়। অনেক সময় একটি সঠিক পরিচয় বা একটি সফল ব্যবসায়িক বৈঠকই একটি প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ বদলে দিতে পারে।

আমি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই, "Traceability" বা পণ্যের পূর্ণ পরিচয় ও অনুসরণযোগ্যতা। বর্তমানে দেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারেও এই বিষয়টির গুরুত্ব দ্রুত বাড়ছে। একটি খাদ্যপণ্যের গায়ে যদি একটি "QR Code" থাকে, তাহলে একজন ক্রেতা বা বিদেশি আমদানিকারক মোবাইল ফোন দিয়ে সেটি স্ক্যান করেই জানতে পারবেন পণ্যটি কোথায় উৎপাদিত হয়েছে, কোন কাঁচামাল ব্যবহার হয়েছে, কোন লাইসেন্স রয়েছে, উৎপাদনের তারিখ, FSSAI-এর অনুমোদন, এমনকি উৎপাদন প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও। এতে ক্রেতার আস্থা বাড়ে, জাল পণ্যের সম্ভাবনা কমে এবং রপ্তানির ক্ষেত্রেও সুবিধা হয়।

এই প্রসঙ্গে আমরা আমাদের রাজ্যের একটি অত্যন্ত সুন্দর উদাহরণ উল্লেখ করতে পারি, জয়নগরের মোয়া। আমরা সবাই জানি, এই ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি "GI Tag" পেয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সব জয়নগরের মোয়া প্রস্তুতকারক এই GI স্বীকৃতির আওতায় নেই। বর্তমানে অল্প কয়েকটি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানই GI মানদণ্ড মেনে বাজারে পণ্য বিক্রি করছে। তাদের মধ্যেও একটি প্রতিষ্ঠান প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার করে অনেক দূর এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। তারা প্রতিটি প্যাকেটের উপর "QR Code" সংযুক্ত করেছে। সেই কোড স্ক্যান করলে জানা যায়, কোন অঞ্চল থেকে কাঁচামাল এসেছে, কীভাবে খই উৎপাদিত হয়েছে, কৃষি পর্যায়ে কী ধরনের পরিচর্যা হয়েছে,

উৎপাদনের ধাপ কী ছিল এবং প্রয়োজনীয় লাইসেন্সের তথ্যও। এই ধরনের স্বচ্ছতা শুধু ক্রেতার বিশ্বাসই বাড়ায় না, আন্তর্জাতিক বাজারেও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে। এটি আমাদের সকল উদ্যোক্তার জন্য একটি অনুকরণীয় উদাহরণ।

আমরা মনে করি, আগামী দিনের খাদ্য শিল্পে, "Quality, Branding, Packaging, Digital Presence এবং Traceability", এই পাঁচটি বিষয়ই সাফল্যের মূল ভিত্তি হবে। শুধু ভালো পণ্য উৎপাদন করলেই চলবে না; সেই পণ্যের গল্পও ক্রেতার কাছে পৌঁছে দিতে হবে। মানুষ আজ শুধু পণ্য কেনে না, তারা বিশ্বাস কেনে।

আমি উপস্থিত সকল PMFME উদ্যোক্তার কাছে আবেদন জানাই, আপনারা নিজেদের পণ্যকে একটি স্থানীয় উদ্যোগ হিসেবে নয়, বরং একটি জাতীয় ব্র্যান্ড হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলুন। সরকারি সহায়তা, আধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত প্যাকেজিং, ডিজিটাল বিপণন এবং সঠিক ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক, এই পাঁচটি বিষয়কে সমান গুরুত্ব দিন। বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ভবিষ্যতেও আপনাদের পাশে থেকে বাজার সম্প্রসারণ, শিল্প সংযোগ, ব্যবসায়িক পরামর্শ এবং রপ্তানির সম্ভাবনা তৈরিতে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আসুন, আমরা সবাই মিলে বাংলার খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে এমন এক উচ্চতায় নিয়ে যাই, যেখানে "Made in Bengal" শুধু একটি পরিচয় নয়, বরং গুণমান, বিশ্বাস এবং বিশ্বমানের প্রতীক হয়ে ওঠে।আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।